দৈনিক জনকণ্ঠ

85

তারিখ ... 24 JUL 1994 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭ ...

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং কতিপয় সুপারিশ

মোঃ মতিউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঞ) স্থানীয় অভিভাবকদের মনে একতাবোধ জাগ্রতকরণ :

প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় অভিভাবকদেরকে বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, মিলাদ মাহফিল, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী, ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক প্রমোশন, বই বিতরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে অধিকতর একাত্মবোধ জাগ্রত করা যেতে পারে।

ট) শিক্ষক প্রশিক্ষণ :

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারাই হলো সামগ্রিক বিষয়টির সাফল্যের প্রাণ। সৃজনশীল ও উদ্বুদ্ধকরণ পাঠদান প্রক্রিয়ার নিমিত্তে যথাযথ শিক্ষক প্রশিক্ষণ একান্ত আবশ্যক এবং এ বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ সিডিউল ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন।

ঠ) পুরস্কার পদ্ধতি প্রবর্তন :

সরকার কর্তৃক আইন জারি করে, বার্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ভূমিকার ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পুরস্কার ও শাস্তির বিধান চালু করতে হবে।

ড) পরিদর্শন ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রসার :

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়মিত ব্যবধানে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া জোরালো করা একান্ত আবশ্যক। মূল্যায়ন মাপকাঠি প্রধানত শিক্ষক/শিক্ষিকার উপস্থিতির হার, ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার, ঝরে পড়ার হার, শিক্ষার মান ও স্থানীয় জনগণ ও স্কুল কমিটির তাদারকির মান ইত্যাদির ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

ঢ) মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণ :

আমাদের দেশের মসজিদগুলোকে আরবী হরফ ও সুরাহ শিক্ষাদানের বাইরে বর্তমানে ৭৯ লাখ শিশুর জন্য প্রাক-প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর নিমিত্তে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে সরকার বিবেচনা করতে পারে।

ন) গ্রাম, শহর ও পুরুষ, মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হারে পার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে :

১৯৯১ সালের আদমশুমারির সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৮ ভাগ এবং শহর অঞ্চলে শিক্ষিতের হার শতকরা ৫৭ ভাগ। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসারের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া একান্ত আবশ্যক।

মেয়েদের মধ্যে অধিক বৃত্তি চালু এবং পর্যায়ক্রমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করতে হবে। প্রতিটি মাস্টার্স ডিগ্রীপ্রাপ্ত মেয়েকে চাকরির নিশ্চয়তা দিয়ে শিক্ষিত মেয়ের অভিভাবককে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে মহিলা শিক্ষার বিস্তার করা যেতে পারে। জাতীয় ভিত্তিকে মহিলা শিক্ষার পক্ষে ব্যাপক গণসচেতনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।